আলেয়ার আলো

ইউনিট প্রোডাকসন্স
অব্ ইণ্ডিয়ার
প্রথম নিবেদন

আলেয়ার আলো

॥ চিত্রকাহিনী রচনা ॥
মঙ্গল চক্রবর্তী
জহর রায়

চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা : **মঙ্গল চক্রবর্তী**

সংগীত : **গোপেন মল্লিক** ॥ প্রধান সম্পাদক : **বিশ্বনাথ নায়ক** গীতরচনা : **পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়** ॥ চিত্রগ্রহণ পরিচালনা : **রামানন্দ সেনগুপ্ত** ॥ সম্পাদনা : দেবীদাস গাঙ্গুলী ॥ শিল্পনির্দেশনা : **প্রসাদ মিত্র** ॥ চিত্রগ্রহণ : সুখেন্দু দাশগুপ্ত (পিণ্টু) ॥ সংগীতগ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা : **সত্যেন চ্যাটার্জী** ॥ প্রধান কর্মসচিব : **প্রতাপ মজুমদার** ॥ শব্দ-গ্রহণ : বাণী দত্ত ॥ নৃপেন পাল ॥ জে, ডি, ইরানী ॥ সুনীল দাশগুপ্ত ও সোমেন চ্যাটার্জী ॥ রূপসজ্জা : গৌর দাস ॥ সাজসজ্জা : নিউ কর্ণওয়ালিস এক্সচেঞ্জ ও সিনে ড্রেসার ॥ পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ স্থিরচিত্র : তরুণ গুপ্ত (পিকস্ ষ্টুডিও) প্রচার সচিব : নিতাই দত্ত ॥ প্রচার উপদেষ্টা : শ্রীপঞ্চানন ॥ রসায়নাগারে : জ্ঞান ব্যানার্জী ॥ কমল দাস ॥ বাদল দাস ॥ কালী বসু ॥ সুনীল ব্যানার্জী ॥ শম্ভু দাস। আলোক সম্পাত : প্রভাষ ভট্টাচার্য ॥ বহির্দৃশ্যগ্রহণ ব্যবস্থাপনায় : দিলীপ চ্যাটার্জী ॥

সহকারীবৃন্দ—পরিচালনায় : পঞ্চানন চক্রবর্তী ॥ অমর মুখার্জী ॥ সুনীল দাস ॥ রতীশ সরকার ॥ জয়ন্ত ভট্টাচার্য ॥ সংগীত পরিচালনায় : জানকী দত্ত ॥ সম্পাদনায় : রবীন সেন ॥ সংগীতগ্রহণ ও শব্দ-পুনর্যোজনায় : বলরাম বারুই ॥ রূপসজ্জায় : অক্ষয় দাস ॥ প্রচারে : গোপাল পাল ॥ পরিচয় লিখনে : বিশ্ব বসুরায়

● কণ্ঠ-সংগীতে : **সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়** ●

রূপায়ণে—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ● সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

সন্ধ্যারাণী ॥ মঞ্জু দে ॥ জ্যোৎস্না বিশ্বাস ॥ সাধনা চ্যাটার্জী ॥ বনানী চৌধুরী জ্যোৎস্না ব্যানার্জী ॥ কালী ব্যানার্জী ॥ অনুপকুমার ॥ ভানু ব্যানার্জী ॥ অজিতেশ ব্যানার্জী ॥ শেখর চ্যাটার্জী ॥ মৃণাল মুখার্জী ॥ সঞ্জীব ॥ মানিক ভট্টাচার্য ॥ অর্ধেন্দু অমিয় ॥ অমর ॥ সত্য ॥ দিলীপ চ্যাটার্জী ॥ কল্যাণ ॥ যোগেশ সাধু ॥ আর্য মুখার্জী এবং **রাধামোহন ভট্টাচার্য**।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—সর্বশ্রী বিজন লাল চক্রবর্তী ॥ অমরনাথ মিত্র (মণ্টু) ॥ বৈদ্যনাথ আগরওয়ালা ॥ শিশির ব্যানার্জী ॥ এইচ, বি, ঘোষ ॥ জি, এস, ফেরওয়াল ॥ সুশান্ত ব্যানার্জী ॥ নরেশ চন্দ্র সিনহা ॥ ডাঃ দাস ॥ রাণীগঞ্জ কোল এ্যাসোসিয়েসন ॥ কে, ওরহা এ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ ॥ কাচ্ছি বলিহারী কোলিয়ারী।

টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত ও ধীরেন দাসগুপ্তের তত্ত্বাবধানে
ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

বিশ্বপরিবেশনা : ***বি পি পিকচার্স*** —কলিকাতা-১৪

চৌধুরী পরিবারের একটি বিশেষ উইলের সর্ত অনুযায়ী চৌধুরীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান একটি কয়লার খনি ও অন্যান্য সম্পত্তির মালিকানা জ্যেষ্ঠ দীপনারায়ণের অধিকারে ছিল আর কনিষ্ঠ অনুগ্রহনারায়ণ শুধু মাসিক ভাতা গ্রহণ কর'বার অধিকারী ছিল। অবশ্য ঐ উইলে একথাও ছিল যে, দীপনারায়ণ যদি তার চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে বিবাহ না করে অথবা পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তার কোন সন্তানাদি না হয় তাহলে সকল সম্পত্তির মালিক হবে অনুগ্রহনারায়ণ, কিন্তু দীপনারায়ণের যদি কন্যা সন্তান হয়, সেই ক্ষেত্রে অনুগ্রহনারায়ণ ঐ সম্পত্তির মালিক বলে গণ্য হবে।

দীপনারায়ণ যতদিন বিবাহ করেনি, ততদিন অনুগ্রহনারায়ণের কোন উদ্বেগ ছিল না, কিন্তু চল্লিশের কাছাকাছি বয়সে দীপনারায়ণ হঠাৎ বিয়ে করে বসল—আর অনুগ্রহনারায়ণও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে উঠল। এদিকে খবর এসেছে কোলিয়ারী এলাকায় একটা নরখাদক বাঘ উৎপাত সুরু করেছে। দীপনারায়ণ একজন দক্ষ শিকারী। স্ত্রী শ্রীমতীর অনুরোধ, শ্রীমতীর পরিচারিকা জানকীর সব রকম সতর্কবাণী উপেক্ষাকরে দীপনারায়ণ গেলবাঘ শিকারে। সঙ্গে রইল অনুগ্রহনারায়ণ ও আরো কয়েকজন শিকারী। শিকারের চরম মুহূর্ত্তে দীপনারায়ণ দেখল

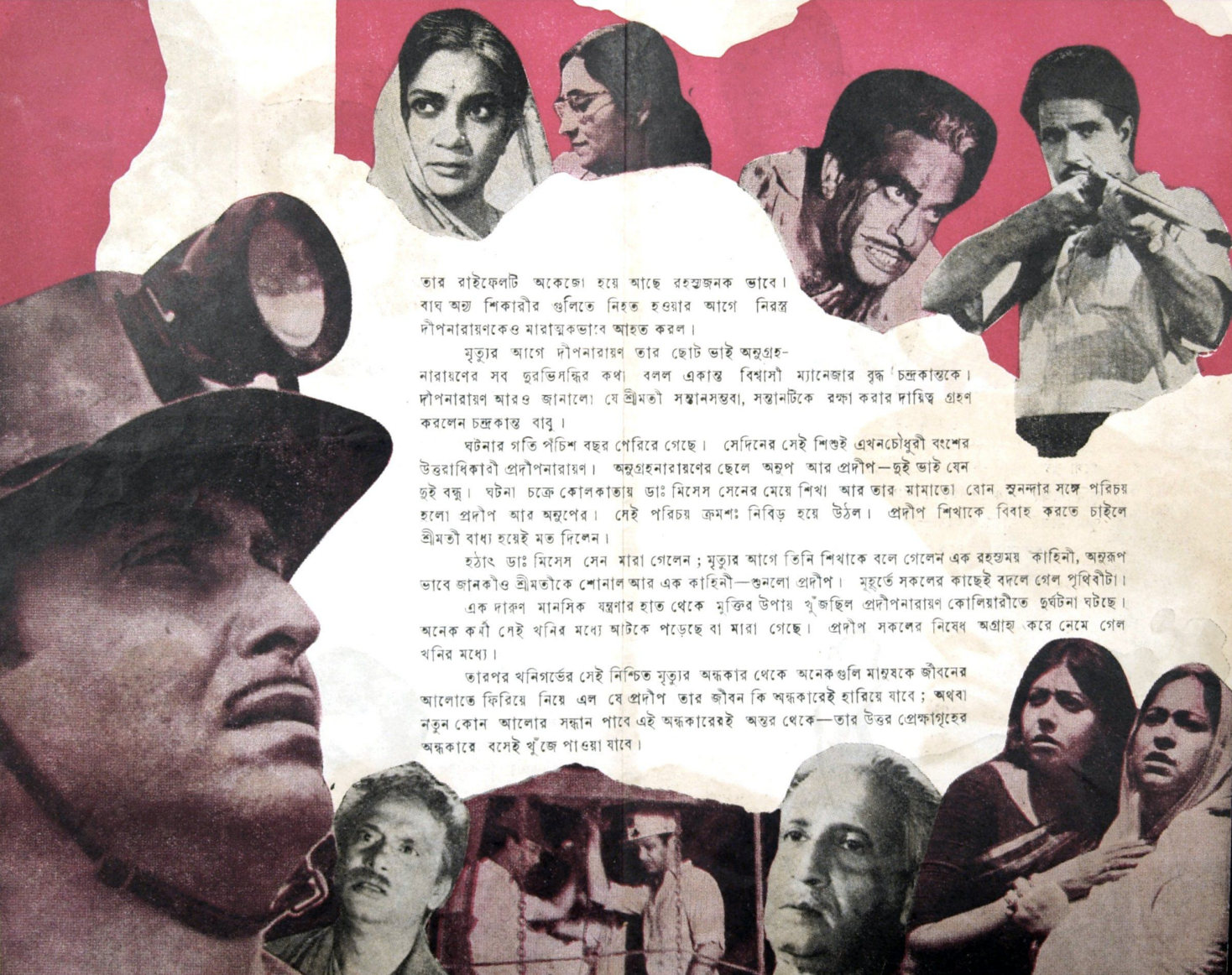

তার রাইফেলটি অকেজো হয়ে আছে রহস্যজনক ভাবে। বাঘ অন্য শিকারীর গুলিতে নিহত হওয়ার আগে নিরস্ত্র দীপনারায়ণকেও মারাত্মকভাবে আহত করল।

মৃত্যুর আগে দীপনারায়ণ তার ছোট ভাই অনুগ্রহ-নারায়ণের সব দুরভিসন্ধির কথা বলল একান্ত বিশ্বাসী ম্যানেজার বৃদ্ধ চন্দ্রকান্তকে। দীপনারায়ণ আরও জানালো যে শ্রীমতী সন্তানসম্ভবা, সন্তানটিকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন চন্দ্রকান্ত বাবু।

ঘটনার গতি পঁচিশ বছর পেরিয়ে গেছে। সেদিনের সেই শিশুই এখনচৌধুরী বংশের উত্তরাধিকারী প্রদীপনারায়ণ। অনুগ্রহনারায়ণের ছেলে অনুপ আর প্রদীপ—দুই ভাই যেন দুই বন্ধু। ঘটনা চক্রে কোলকাতায় ডাঃ মিসেস সেনের মেয়ে শিখা আর তার মামাতো বোন সুনন্দার সঙ্গে পরিচয় হলো প্রদীপ আর অনুপের। সেই পরিচয় ক্রমশঃ নিবিড় হয়ে উঠল। প্রদীপ শিখাকে বিবাহ করতে চাইলে শ্রীমতী বাধ্য হয়েই মত দিলেন।

হঠাৎ ডাঃ মিসেস সেন মারা গেলেন ; মৃত্যুর আগে তিনি শিখাকে বলে গেলেন এক রহস্যময় কাহিনী, অনুরূপ ভাবে জানকীও শ্রীমতীকে শোনাল আর এক কাহিনী—শুনলো প্রদীপ। মুহূর্তে সকলের কাছেই বদলে গেল পৃথিবীটা।

এক দারুণ মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তির উপায় খুঁজছিল প্রদীপনারায়ণ কোলিয়ারীতে দুর্ঘটনা ঘটছে। অনেক কর্মী সেই খনির মধ্যে আটকে পড়েছে বা মারা গেছে। প্রদীপ সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করে নেমে গেল খনির মধ্যে।

তারপর খনিগর্ভের সেই নিশ্চিত মৃত্যুর অন্ধকার থেকে অনেকগুলি মানুষকে জীবনের আলোতে ফিরিয়ে নিয়ে এল যে প্রদীপ তার জীবন কি অন্ধকারেই হারিয়ে যাবে ; অথবা নতুন কোন আলোর সন্ধান পাবে এই অন্ধকারেরই অন্তর থেকে—তার উত্তর প্রেক্ষাগৃহের অন্ধকারে বসেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

ওগো বৃষ্টি
তুমি নিজেই আকাশে জমো, নিজেই ঝরো—ওগো বৃষ্টি
তুমি নিজেই আকাশে জমো—নিজেই ঝরো—ওগো বৃষ্টি
কেন আমার মনকে তুমি ময়ুর করো—ওগো বৃষ্টি
কেন আমার মনকে তুমি ময়ুর করো—ওগো বৃষ্টি

তুমি নিজেই আকাশে জমো—নিজেই ঝরো—ওগো বৃষ্টি
গগনে গরজে যদি মেঘের ঘটা,
শিহর তুলুক ওই বিজলী ছটা।
গগনে গরজে যদি মেঘের ঘটা
শিহর তুলুক ওই বিজলী ছটা
সেই আলোর চমক কেন এই চোখে ভরো—ওগো বৃষ্টি
কেন আমার মনকে তুমি ময়ুর করো—ওগো বৃষ্টি
তুমি নিজেই আকাশে জমো—নিজেই ঝরো—ওগো বৃষ্টি
তুমি ঝর ঝর সুর তোল নিজের গানে
ঝর ঝর বল কেন আমার কানে
তুমি ঝর ঝর সুর তোল নিজের গানে
ঝর ঝর বল কেন আমার কানে—ওগো বৃষ্টি
হারানোর নেশা নিয়ে অন্তরে
যা খুশী হারাও তুমি ঘূর্ণি ঝড়ে
হারানোর নেশা নিয়ে অন্তরে
যা খুশী হারাও তুমি ঘূর্ণি ঝড়ে
কেন দু হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে ধরো—ওগো বৃষ্টি

কেন আমার মনকে তুমি
ময়ুর করো—ওগো বৃষ্টি।
তুমি নিজেই আকাশে জমো—
নিজেই ঝরো, ওগো বৃষ্টি।
কেন আমার মনকে তুমি
ময়ুর করো, ওগো বৃষ্টি,
তুমি নিজেই আকাশে জমো—
নিজেই ঝরো ওগো বৃষ্টি।

বি. পি. পিকচার্সের প্রচার দপ্তর থেকে প্রকাশিত।
মুদ্রণ : অনুশীলন প্রেস, কলিকাতা ১৩ ॥ অলংকরণ : এস. স্কোয়ার
● পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : শ্রীপঞ্চানন। ●